দৈনিক সংবাদ

তারিখ 09 NOV 1989
পৃষ্ঠা 4 কলাম 5

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সমীপে

দেশের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী বলে অভিহিত বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর ১ম বর্ষের ছাত্র ছাত্রীদের প্রতিটি ব্যাচকে প্রায় দেড় থেকে দু'বছর অপেক্ষা করতে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস আরম্ভ করতে। মেধা ও শক্তির এই অপচয় যে কত দুঃখজনক তা কেবল ভুক্তভোগীরাই জানে। এর ফলে বহু মেধাবী ছাত্র এখন বিদেশে চলে যাচ্ছে, ব্রেন-ড্রেনের ফলে ক্ষতি হচ্ছে সমাজ ও দেশের। যাই হোক, তবু বলতে হয় যে, বেশীরভাগ ছাত্রের পক্ষে বিদেশে পড়তে যাওয়া সম্ভব হয় না। তাহলে এই দীর্ঘ সময়টা তারা কিভাবে কাটাবে বুয়েট কর্তৃপক্ষকে এই প্রশ্ন করা হলে তা কি খুব অন্যায় হবে?

১৯৮৮ সালে যারা উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেছে তারা এখনও বুয়েটে ক্লাস আরম্ভ করতে পারেনি। ইতিমধ্যে ১৯৮৯'র উচ্চ মাধ্যমিক-এর ফলও বের হয়েছে। এভাবে জীবন থেকে মূল্যবান বছরগুলি চলে যাচ্ছে। ১৯৮৮-তে যারা পাস করেছে তাদের মধ্যে মেডিক্যাল-এর শুরু হয়েছে এ বছর ১লা জুন থেকে (সেও দেরীতে, বলাই বাহুল্য)। তবু তারা কয়েকমাস ধরে ক্লাস করছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজট নিয়ে নিন্দার অবধি নেই, সেখানেও ছাত্ররা প্রায় তিনমাস যাবৎ ক্লাস করছে। তাদের ইনকোর্স বা মিডটার্ম পরীক্ষাও সমাগত। অথচ যারা সবচাইতে ভাল ছাত্র বলে নিজেদের প্রমাণ করেছে, তারাই সবচাইতে পিছনে পড়ে রয়েছে। কবে ক্লাস শুরু হবে সেই প্রতীক্ষায় দুঃসহ দিন যাপন করছে। বুয়েট কর্তৃপক্ষ একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়েও তা জানাবার প্রয়োজনীয়তাবোধ করেন না।

বুয়েটে শেষ বর্ষের ছাত্ররা পরীক্ষা দিয়ে বের হয়ে না গেলে নতুন ছাত্ররা অনুপ্রবেশ করতে পারে না। এটাই বা কোন নিয়ম? প্রয়োজনে কি নিয়ম বদল করা যায় না? এ দিকে কোন পরীক্ষা দুর্ভাগ্যজনকভাবে হরতালের মধ্যে পড়লে কর্তৃপক্ষ ঐ পরীক্ষা পিছিয়ে দিতে থাকেন। এইভাবে পরীক্ষাগুলি পিছানোর সাথে সাথে ১ম বর্ষের ক্লাস আরম্ভ করতেও ক্রমশঃ দেরী হয়ে যায়। বুয়েট কর্তৃপক্ষ ঐ পরীক্ষাগুলি সকালে না নিয়ে বিকেলে নেবার বন্দোবস্ত করতে পারেন। দেশের পরিস্থিতির সাথে সাথে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেও নমনীয় হতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একই সাথে ২টি ১ম বর্ষ, ২টি ২য় বর্ষ বা ২টি শেষ পর্বের ক্লাস কি চলে না? সেখানে শিক্ষকদের অতিরিক্ত ক্লাস নিয়ে কোর্স শেষ করার আবেদন করা হচ্ছে। অতিরিক্ত ক্লাসের জন্য এখন পারিশ্রমিক দেয়া হয়। অথচ বুয়েট কর্তৃপক্ষ অনড়। কিছুতেই তাদের কিছু এসে যায় না। দেশের ভাল ছাত্রদের ভার বহন করতে হলে তাদের উপর অতিরিক্ত দায়িত্ব বর্তায়। শিক্ষক হিসাবে এটা তারা বুঝবেন এটুকু আশা করা যায়।

আমি আমার ছেলের অসহায়তা, মনস্তাপ ইত্যাদি দেখে এবং অভিভাবক হিসাবে আমার ক্ষতির কথা চিন্তা করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সমীপে এই চিঠি পেশ করছি। শিক্ষকরা যেন অতিশীঘ্র ক্লাস আরম্ভ করে দিয়ে কোমলমতি ছাত্রদের হতাশার হাত থেকে রক্ষা করেন--তাদের কাছে এইটুকু আমার অনুরোধ।

-একজন অভিভাবক, ঢাকা